কপিলগীতা

অনুবাদঃ সায়ন্তন রায়

কপিল গীতা: আত্মজ্ঞানের মহান আলোকবর্তিকা

জীবনের গভীরতম প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে এবং মায়ার জগত থেকে মুক্তির পথ জানতে মানবজাতি যুগে যুগে ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় নিয়েছে। এই অনন্ত অনুসন্ধানের এক উজ্জ্বল মাইলফলক হলো কপিল গীতা—একটি দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মহাগ্রন্থ, যা মানবমনের গভীরে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

কপিল মুনি, সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা এবং ভগবান বিষ্ণুর অবতার, তার মাতা দেবহূতির কাছে এই জ্ঞান প্রদান করেন। কপিল গীতা শুধুমাত্র একটি ধর্মগ্রন্থ নয়, এটি জীবনের গূঢ় রহস্য উন্মোচনের একটি পথনির্দেশিকা। এতে আত্মা, প্রকৃতি, মায়া, কর্ম ও মুক্তির বিষয়ে গভীর দার্শনিক আলোচনা রয়েছে। কপিল মুনির বাণীগুলি এমন এক জ্ঞানের সন্ধান দেয়, যা মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যায়।

এই গ্রন্থে কপিল মুনি ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে মানুষ তার অহংকার, মোহ ও কামনাকে অতিক্রম করে আত্মার শুদ্ধ স্বরূপে উপনীত হতে পারে। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, কর্মের ফলাফল এবং ভক্তিযোগের মাধ্যমে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের পথ নির্দেশ করেছেন। কপিল গীতা শুধু দর্শন নয়, এটি একটি জীবনবোধ, যা মানুষকে তার অস্তিত্বের গভীরতা বুঝতে সাহায্য করে।

কপিল গীতার বাণীগুলি আজও সমান প্রাসঙ্গিক। আধুনিক জীবনের জটিলতা, চাপ ও অস্থিরতার মধ্যে এই গ্রন্থ আমাদের শান্তি, দিকনির্দেশনা এবং আত্মিক শক্তির উৎস প্রদান করে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভের একমাত্র পথ হলো আত্মজ্ঞান ও পরমাত্মার সাথে একাত্ম হওয়া।

কপিল গীতা কেবল একটি ধর্মীয় বা দার্শনিক গ্রন্থই নয়, এটি একটি জীবনদর্শন, যা মানবজাতিকে তার চিরন্তন লক্ষ্য—মুক্তি ও আত্মউপলব্ধির পথে পরিচালিত করে। আসুন, আমরা এই মহান গ্রন্থের আলোকে নিজেদের জীবনকে আলোকিত করি এবং আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করি।

কপিল গীতা: জ্ঞানের অমৃতধারা, মুক্তির পথের দিশারী।

কপিল গীতায় নারদ ও ব্রহ্মা

"কপিল গীতা" মূলত শ্রীমদ্ভাগবতমের তৃতীয় স্কন্ধের অংশ, যেখানে ভগবান কপিল তাঁর মাতা দেবহূতিকে সাংখ্য যোগ ও পরমার্থতত্ত্ব বোঝাচ্ছেন।

যদিও "কপিল গীতা"-তে নারদ ও ব্রহ্মার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই, তবে শ্রীমদ্ভাগবতে তারা বিভিন্ন প্রসঙ্গে উপস্থিত হন। ব্রহ্মা মহর্ষি নারদকে সৃষ্টির রহস্য ও ভগবানের গুণকীর্তন সম্পর্কে জ্ঞান দেন, এবং নারদ সেই জ্ঞান প্রচার করেন।

কপিল গীতা: কে বলেছিলেন, কাকে বলেছিলেন?

জ্ঞান ও মুক্তির অমৃতধারা কপিল গীতা—এটি এক অপূর্ব দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সংলাপ, যা মানবজাতির ইতিহাসে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। এই মহাগ্রন্থের বাণীগুলি উচ্চারিত হয়েছিল প্রাচীন ভারতের এক পবিত্র মুহূর্তে, যখন মহর্ষি কপিল তার মাতা দেবহূতির কাছে জীবনের গূঢ় রহস্য ও আত্মজ্ঞানের সন্ধান দিয়েছিলেন।

কপিল মুনি, সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা এবং ভগবান বিষ্ণুর অবতার, তার মাতা দেবহূতির আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলের উত্তর দিতে এই জ্ঞান প্রদান করেন। দেবহূতি ছিলেন মহর্ষি কর্দমের পত্নী এবং এক আদর্শ মাতা, যিনি শুধু পার্থিব দায়িত্ব পালনেই নয়, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের প্রতিও গভীর আগ্রহী ছিলেন। তিনি তার পুত্র কপিলের কাছে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, আত্মার স্বরূপ, প্রকৃতি ও পুরুষের সম্পর্ক, কর্মের ফলাফল এবং মুক্তির পথ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

কপিল মুনি তার মাতার এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে গিয়ে কপিল গীতার মাধ্যমে এক অপূর্ব জ্ঞানের আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন কীভাবে মানুষ তার অহংকার, মোহ ও কামনাকে অতিক্রম করে আত্মার শুদ্ধ স্বরূপে উপনীত হতে পারে। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, কর্মের ফলাফল এবং ভক্তিযোগের মাধ্যমে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের পথ নির্দেশ করেন।

এই সংলাপ শুধু মাতা ও পুত্রের মধ্যেকার একটি কথোপকথনই নয়, এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য এক মহান উপহার। কপিল গীতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রকৃত জ্ঞান ও মুক্তির পথ হলো আত্মজ্ঞান এবং পরমাত্মার সাথে একাত্ম হওয়া।

কপিল গীতা: মাতা দেবহূতির প্রশ্নের উত্তরে কপিল মুনির জ্ঞানের অমৃতধারা।

এই মহান সংলাপ আজও আমাদের জীবনকে আলোকিত করে, আত্মার গভীরতা বুঝতে সাহায্য করে এবং মুক্তির পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রেরণা জোগায়।

মৈত্রেয়, কর্দম, নারদ ও ব্রহ্মার ভূমিকা:

এই মহান জ্ঞানের প্রচারে আরও অনেক মহান ব্যক্তিত্ব জড়িত ছিলেন। মৈত্রেয় মুনি, যিনি বিদুরের কাছে এই গীতার বাণীগুলি ব্যাখ্যা করেছিলেন, তিনি এই জ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কর্দম মুনি, দেবহূতির স্বামী এবং কপিলের পিতা, তার তপস্যা ও যোগবলে এই জ্ঞানের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। নারদ মুনি, দেবর্ষি ও ভগবদ্ভক্ত, তার ভক্তিমূলক গান ও উপদেশের মাধ্যমে এই জ্ঞানকে মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আর ব্রহ্মা, সৃষ্টির আদিদেবতা, যিনি কপিল মুনিকে এই জ্ঞান প্রদানের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, তিনি এই মহান বাণীর মূল উৎস।

এই সমস্ত মহান ব্যক্তিত্বের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কপিল গীতা মানবজাতির কাছে এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি শুধু একটি ধর্মগ্রন্থই নয়, এটি জীবনদর্শন, যা আমাদের আত্মার গভীরতা বুঝতে এবং মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

॥ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥
মৈত্রেয় বললেন:
সাধ্বী নারী, পিতৃগৃহ থেকে প্রস্থান করে, স্বামীর ইঙ্গিত বুঝতে সক্ষম হয়ে, নিত্য প্রীতি সহকারে ভগবানের সেবা করলেন, যেমন ভবানী ভবের সেবা করেন। আত্মশুদ্ধি, গৌরব, দম, শুশ্রূষা, সৌহার্দ্য এবং মধুর বাক্যে তিনি স্বামীর সেবা করলেন। কাম, দম্ভ, দ্বেষ, লোভ, পাপ এবং মদ পরিত্যাগ করে, সতর্ক ও নিষ্ঠাবান হয়ে, তিনি তেজস্বী স্বামীকে সন্তুষ্ট করলেন।
দেবর্ষি নারদ সেই মানবীকে দেখলেন, যিনি স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তিময়ী, দৈবশক্তির চেয়েও শ্রেষ্ঠ স্বামীর আশীর্বাদে মহান শিষ্যা।
দীর্ঘকাল ব্রতচর্যায় ক্ষীণ ও কৃশ হয়ে, প্রেমগদ্গদ কণ্ঠে তিনি কাতর হয়ে কর্দম মুনির কাছে কৃপা প্রার্থনা করলেন।
কর্দম বললেন:
"হে মানবী, আজ আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার পরম শুশ্রূষা ও পরম ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হয়েছি। দেহধারী জীবের এই দেহ অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু তুমি আমার জন্য এটিকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছ। যিনি স্বধর্মে নিষ্ঠাবান, তপস্যা ও সমাধিতে নিমগ্ন, বিদ্যা ও যোগ দ্বারা ভগবানের প্রসাদ লাভ করেছেন, সেই আমার সেবায় নিবদ্ধ তোমাকে আমি অভয় ও অশোক দান করছি। অন্যরা ভগবানের ভ্রূভঙ্গে বিচলিত হয়ে তাদের লক্ষ্য হারায়, কিন্তু তুমি তোমার নিজ ধর্মের ফল ভোগ করো। দিব্য সম্পদ, যা নরলোকে দুর্লভ, তা তুমি রাজকীয় আচরণ ছাড়াই ভোগ করো।"
এভাবে বলতে বলতে কর্দম মুনি অবলাকে (দেবহূতি)দেখলেন, যিনি যোগমায়ায় বিদ্যাবতী ও ধীরস্থ। তিনি সম্মান ও প্রণয়ে বিহ্বল হয়ে, লজ্জায় নতনয়না হয়ে, মৃদু হাস্যে বললেন:
দেবহূতি বললেন:
"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তোমার অমোঘ যোগসাধনা সফল হয়েছে। হে বিভো, আমি জানি, তুমিই ভগবানের মায়াধিপ। তোমার সেই সময় এসেছে, যখন একবার সর্বাঙ্গে তোমার গুণের প্রকাশ ঘটবে। সতী নারীদের গর্ভধারণের মতো মহৎ গুণ তোমাতে প্রকাশ পাবে। হে প্রভু, আমাকে উপদেশ দাও, যাতে আমার আত্মা তৃপ্ত হয় এবং তোমার প্রতি আমার মনোভব দৃঢ় হয়। দীন হৃদয়ে তোমার ভবনের সদৃশ স্থান আমাকে দেখাও।"
মৈত্রেয় বললেন:
প্রিয়ার প্রিয় কামনা পূরণের জন্য কর্দম মুনি যোগাসনে বসে কামগামী বিমান সৃষ্টি করলেন। সেই দিব্য বিমান সকল কামনা পূরণ করতে সক্ষম, সর্বরত্নে ভূষিত, সমৃদ্ধি ও উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ, মণিময় স্তম্ভে সুশোভিত। দিব্য উপকরণে সজ্জিত, সর্বকাল সুখদায়ক, পট্টবস্ত্র ও পতাকায় সুশোভিত, বিচিত্র মাল্য ও সুগন্ধি পুষ্পে সুবাসিত। নানাবিধ বস্ত্রে সুসজ্জিত, উপর্যুপরি সজ্জিত নিলয়ে সুন্দর আসন, পর্যঙ্ক, ব্যজন ও অন্যান্য সুখসামগ্রীতে পরিপূর্ণ। সরস্বতী নদীর তীরে শিবজলাশয়ে প্রবেশ করে,
দেবহূতি সেই সরোবরে স্নান করলেন। সরোবরের মধ্যে দশ শত কন্যা ছিলেন, সকলেই কিশোরবয়স্কা, উৎপলের গন্ধে সুবাসিত। তাঁকে দেখে তাঁরা সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "আমরা আপনার সেবায় নিয়োজিত, আদেশ করুন আমরা কী করব।"
মহার্হ স্নান করিয়ে, মনস্বিনী দেবহূতিকে নবীন ও নির্মল বস্ত্র পরিধান করালেন।
তাঁকে মহামূল্য অলঙ্কার, উত্তম পানীয় ও অমৃত সব প্রদান করলেন। দর্পণে নিজেকে দেখে, দেবহূতি স্রগ্বিণী, বিরজাম্বরা, কন্যাদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে, স্নাত ও সজ্জিত হয়ে, কাঞ্চন নূপুরের মধুর ধ্বনিতে সুশোভিত হলেন।
মৈত্রেয় বললেন:
দেবহূতি, কর্দম মুনির প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে, পুরুষোত্তম ভগবানের আরাধনা করলেন। বহুদিন পর, ভগবান মধুসূদন কর্দম মুনির বীর্যে আবির্ভূত হলেন, যেমন অগ্নি কাঠে প্রজ্বলিত হয়। সেই সময় আকাশে ঘনঘটা

বাদ্য বাজাতে লাগল, গন্ধর্বেরা গান গাইতে লাগল, এবং অপ্সরারা আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল, এবং দিক্চক্রবাল ও মন সকলই প্রসন্ন হয়ে উঠল।
কর্দম মুনির আশ্রম, সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত,
সেখানে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ঋষি মরীচি প্রমুখ মুনিদের সাথে উপস্থিত হলেন। ভগবান পরম ব্রহ্ম, সত্ত্বগুণের অংশে আবির্ভূত হয়ে, শত্রুহন্তা রূপে কর্দম মুনির কাছে এলেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞান ও সাংখ্যদর্শনের মাধ্যমে ভগবানের মহিমা ব্যাখ্যা করলেন।
ব্রহ্মা বললেন:
"হে পুত্র, তুমি আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়েছ, তা অকৃত্রিম ও নিষ্কলুষ। তুমি আমার বাক্য গ্রহণ করে আমাকে সম্মানিত করেছ। পুত্রদের দ্বারা পিতার প্রতি এরূপ শুশ্রূষাই করা উচিত। হে বৎস, তোমার এই কন্যারাই সত্য, সুন্দরী ও মধ্যমা। তারা তাদের প্রভাব দ্বারা এই সৃষ্টিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করবে। অতএব, তুমি ঋষিগণকে তোমার কন্যাদের যথাশীল ও যথারুচি অনুসারে দান করো, এবং পৃথিবীতে যশ বিস্তার করো।"
মৈত্রেয় বললেন:
ব্রহ্মা কর্দম মুনিকে আশ্বাস দিয়ে, নারদ ও কুমারদের সাথে হংসযানে করে ত্রিধাম পরমধামে গমন করলেন।
ব্রহ্মার আদেশে কর্দম মুনি তাঁর কন্যাদের যথাবিহিতভাবে ঋষিগণকে দান করলেন।
মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা, পুলস্ত্যাকে হবির্ভূ, পুলহকে গতি, ক্রতুকে সন্নতি , ভৃগুকে খ্যাতি, এবং বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী দান করলেন।
অথর্বণকে শান্তি দান করলেন, যা দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এইভাবে কর্দম মুনি ঋষিগণকে কন্যাদান করে তাদের সম্মানিত করলেন।
এরপর ঋষিগণ, কন্যাদের সাথে বিবাহ সম্পন্ন করে,
কর্দম মুনিকে নিমন্ত্রণ করে নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে গেলেন। কর্দম মুনি ভগবানের আবির্ভাব জানতে পেরে, নির্জনে তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করলেন এবং বললেন:
"হে ভগবান, আপনি ত্রিযুগে আবির্ভূত হয়েছেন। আমি আপনার চরণে প্রণাম করি। আপনি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যোগের মাধ্যমে কর্মফল থেকে মুক্তিদাতা। হিরণ্যকেশ, পদ্মাক্ষ, পদ্মমুদ্রাধারী, আপনি মানবী দেবহূতির গর্ভে প্রবেশ করেছেন। আপনি অবিদ্যা ও সংশয়ের গ্রন্থি ছিন্ন করে পৃথিবীতে বিচরণ করবেন। আপনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর, সাংখ্যদর্শনের আচার্য, এবং কপিল নামে পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করবেন।"
মৈত্রেয় বললেন:
এইভাবে কর্দম মুনি ভগবান কপিলদেবের আবির্ভাবের কথা জানতে পেরে, তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করলেন এবং বললেন:
"হে ভগবান, আপনি আমার গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি অজ্ঞান ও সংশয়ের গ্রন্থি ছিন্ন করে আমাকে মুক্ত করবেন। আপনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর, সাংখ্যদর্শনের আচার্য, এবং কপিল নামে পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করবেন।"

শৌনক বললেন:
কপিল, তত্ত্বজ্ঞান ও সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তা, ভগবান স্বয়ং অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি মানুষের আত্মপ্রজ্ঞা ও আত্মদর্শনের জন্য এই জগতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পথ অনুসরণ করে, যারা শ্রুতদেব, তারা সর্বদা তৃপ্তি লাভ করে। ভগবান যাই করুন না কেন, তা আমার মতো শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির জন্য কীর্তনীয়।

সূত বললেন:
দ্বৈপায়নের সখা মৈত্রেয়, আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় প্রেরিত হয়ে, বিদুরকে এই কথা বললেন।
মৈত্রেয় বললেন:
পিতা কর্দম মুনি বনে গমন করলে, মাতা দেবহূতির প্রিয়কাজ সাধনের জন্য ভগবান কপিল বিন্দুসরোবরে অবস্থান করলেন। তিনি নিষ্কর্ম, তত্ত্বজ্ঞানের পথপ্রদর্শক রূপে বসে থাকলেন। দেবহূতি, ধাতুর বাক্য স্মরণ করে, তাঁকে বললেন:
দেবহূতি বললেন:
"হে প্রভু, আমি ইন্দ্রিয়তৃষ্ণায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। এই তৃষ্ণা আমাকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে। হে প্রভু, আপনি সেই দুস্তর অন্ধকারের পারগামী। আমার জন্মের শেষে, আপনার কৃপায় আমি সচ্চক্ষু লাভ করেছি। আপনি ভগবান, পুরুষোত্তম, এই জগতের ঈশ্বর। আপনি অন্ধকারে সূর্যের মতো উদিত হয়েছেন। হে দেব, আমার সম্মোহ দূর করুন। আমি আপনার শরণাগত, আপনি শরণ্য, সংসারসমুদ্রের কুঠার। আমি প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব জানতে চাই। আমি সদ্ধর্মবিদদের শ্রেষ্ঠকে প্রণাম করি।"
মৈত্রেয় বললেন:
এইভাবে মাতার নির্দোষ ইচ্ছা শুনে, ভগবান কপিল ঈষৎ হাস্যমুখে বললেন:
ভগবান বললেন:
"যোগ হল আধ্যাত্মিক পথ, যা মানুষের মুক্তির জন্য। এই পথে দুঃখ ও সুখের অতীত অবস্থা লাভ করা যায়। আমি তোমাকে সেই যোগের কথা বলব, যা আমি পূর্বে ঋষিদের বলেছিলাম। চিত্ত যখন গুণে আসক্ত হয়, তখন তা বন্ধনের কারণ হয়। আর যখন চিত্ত পুরুষে রত হয়, তখন তা মুক্তির কারণ হয়। যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন পুরুষ প্রকৃতির অতীত, নিরন্তর স্বয়ংপ্রকাশিত, অখণ্ডিত আত্মাকে উপলব্ধি করে। জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা, ভক্তি দ্বারা, আত্মাকে প্রকৃতির অতীত, উদাসীন ও হতৌজস দেখতে পায়। ভগবানের প্রতি ভক্তি ছাড়া ব্রহ্মসিদ্ধির জন্য যোগীদের কোনো শুভ পথ নেই। সাধুদের সঙ্গই মোক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করে। যারা ক্ষমাশীল, করুণাময়, সকল প্রাণীর হিতৈষী, শান্ত, শত্রুহীন, তারা সাধু। তারা আমাতে অনন্য ভাবে ভক্তি করে। তারা আমার জন্য কর্ম ও স্বজন ত্যাগ করে, আমার আশ্রয়ে থাকে। তারা আমার কথা শ্রবণ ও কথন করে। তারা বিবিধ তাপ সহ্য করে, কিন্তু আমার প্রতি চিত্ত সমর্পিত থাকে। তারা সর্বসঙ্গবর্জিত। তাদের সঙ্গ কাম্য, কারণ তারা সঙ্গদোষহরণকারী। সাধুদের সঙ্গ থেকে আমার গুণকথা হৃদয়, কর্ণ ও রসায়ন হয়ে ওঠে। সেই কথার আস্বাদন থেকে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মে। ভক্তি দ্বারা মানুষ ইন্দ্রিয়সুখ থেকে বিরাগী হয়, আমার চরণচিন্তায় চিত্তকে সংযত করে। যোগমার্গে অগ্রসর হয়। প্রকৃতির গুণসেবা ত্যাগ করে, জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা, ভক্তি দ্বারা আমাকে উপলব্ধি করে।"
দেবহূতি বললেন:
"হে ভগবান, আমার মতো নারীর পক্ষে কী ভক্তি উপযুক্ত? কীভাবে আমি আপনার নির্বাণপদ লাভ করতে পারি? আপনি যে যোগের কথা বললেন, তা কেমন? তার কত অঙ্গ? তা জানতে চাই। হে হরে, আমার মন্দবুদ্ধিকে আপনার কৃপায় সুখী করুন।"
মৈত্রেয় বললেন:
কপিল মাতার প্রতি স্নেহবশত তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি সাংখ্যদর্শন ও ভক্তিযোগের কথা বললেন।
ভগবান বললেন:
"দেবতাদের মহিমা, তাদের ঐশ্বর্য, ক্ষমতা এবং কর্মের প্রতি মানুষের আকর্ষণ জন্মায়। তারা দেবতাদের গুণাবলি ও তাদের কর্মের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। এই আসক্তি মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নেয়, কারণ দেবতাদের গুণ ও কর্ম মানুষের চেতনাকে আকর্ষণ করে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি জাগ্রত করে। কিন্তু ভাগবত ভক্তি অনিমিত্ত, সিদ্ধির চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এটি অশুভ কর্মকে দ্রুত জীর্ণ করে, যেমন অগ্নি কাঠকে পোড়ায়। কিছু লোক আমার পাদসেবায় রত, তারা আমার পৌরুষকর্মের কথা বলে। তারা আমার রুচির রূপ, প্রসন্ন বদন,

অরুণলোচন, দিব্য রূপ দেখে। তারা আমার কথা বলে, যা শ্রবণযোগ্য। তাদের দর্শনীয় অঙ্গ, উদার বিলাস, হাস্য, ইঙ্গিত ও বাক্য দ্বারা হৃতাত্মা ও হৃতপ্রাণ ব্যক্তিও ভক্তি দ্বারা আমার গতি লাভ করে। তারা আমার মায়াবী ঐশ্বর্য, অষ্টাঙ্গ ঐশ্বর্য, ভাগবতী শ্রী কামনা করে। তারা আমার পরম শান্তরূপে কখনও ক্ষয় পায় না। যাদের আমি প্রিয় আত্মা, পুত্র, সখা, গুরু, সুহৃদ ও দেবতা, তারা এই লোক ও পরলোক উভয়কে ত্যাগ করে, আমাকে বিশ্বতোমুখ ভজনা করে। তারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে। ভগবান প্রধান পুরুষেশ্বর ছাড়া অন্য কেউ আত্মা ও সকল প্রাণীর ভয় দূর করতে পারে না। আমার ভয়ে বাতাস বয়, সূর্য তাপ দেয়, ইন্দ্র বর্ষণ করেন, অগ্নি দহন করেন, মৃত্যু বিচরণ করে। জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিযোগ দ্বারা যোগীরা আমার পাদমূলে প্রবেশ করে, নিঃশঙ্ক হয়। এই জগতে মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায় হল তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা মনকে আমার প্রতি স্থির করা।"

ভগবান বললেন:দেবতাদের মহিমা, তাদের ঐশ্বর্য, ক্ষমতা এবং কর্মের প্রতি মানুষের আকর্ষণ জন্মায়। তারা দেবতাদের গুণাবলি ও তাদের কর্মের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। এই আসক্তি মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নেয়, কারণ দেবতাদের গুণ ও কর্ম মানুষের চেতনাকে আকর্ষণ করে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি জাগ্রত করে।

"প্রকৃতিতে অবস্থিত হলেও পুরুষ প্রকৃতির গুণ দ্বারা আক্রান্ত হয় না। কারণ তিনি অবিকার, অকর্তা এবং নির্গুণ। যেমন সূর্য জলে প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু জলের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তেমনি পুরুষ প্রকৃতির গুণে লিপ্ত হলেও প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু যখন তিনি প্রকৃতির গুণে আসক্ত হন, তখন অহংকার দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন। এর ফলে তিনি সংসারপথে প্রবেশ করেন এবং দুঃখে নিমজ্জিত হন। প্রাসঙ্গিক কর্মদোষ দ্বারা তিনি সৎ ও অসৎ কর্মের মিশ্রণে আবদ্ধ হন।

অবিদ্যমান বিষয়ের ধ্যান করলে, যেমন স্বপ্নে অনর্থ আসে, তেমনি সংসারও নিবৃত্ত হয় না।

অতএব, ধীরে ধীরে চিত্তকে অসৎ পথ থেকে সরিয়ে, তীব্র ভক্তিযোগ ও বৈরাগ্যের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যোগপথে অধ্যয়ন ও শ্রদ্ধা সহকারে, আমাতে ভাবনা ও আমার কথা শ্রবণ করে, সর্বভূতে সমদৃষ্টি ও নির্বৈরভাবে, ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্বধর্ম পালন, এবং যথেষ্ট পরিমাণে মিতাহার করে, মুনি সন্তুষ্ট থাকবেন। তিনি বিবিক্ত আশ্রয়ে শান্ত, মৈত্রীপূর্ণ, করুণাময় ও আত্মজ্ঞানী হবেন। দেহের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে, জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব দর্শন করে, তিনি নিবৃত্তবুদ্ধি অবস্থায় উন্নীত হবেন।

আত্মাকে আত্মার দ্বারা দর্শন করে, যেমন সূর্যকে চোখে দেখা যায়, এই উপলব্ধির মাধ্যমে আত্মা মুক্তির চিহ্ন, সদাভাস (সত্যের প্রকাশ) এবং মায়া বা অজ্ঞানের অতীত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সৎ ও অসৎ উভয়কে দর্শন করে, তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত অদ্বয় সত্যকে উপলব্ধি করবেন। যেমন জলস্থ সূর্যের প্রতিবিম্ব স্থলস্থ সূর্য থেকে পৃথক, তেমনি ত্রিবিধ অহংকার, ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা লক্ষিত পুরুষ, সদাভাস দ্বারা সত্যকে দর্শন করেন।

ভূত (মূল উপাদান), সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি যখন নিদ্রায় লীন হয়, অর্থাৎ যখন এই সমস্ত জাগতিক উপাদানগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তখন যিনি নিদ্রাহীন ও অহংকারশূন্য, তিনি নিজেকে শ্রীহীন বলে মনে করেন। এই অবস্থায় তিনি আত্মাকে প্রকৃত সত্য হিসেবে উপলব্ধি করতে শুরু করেন।

অহংকার নষ্ট হলে, দ্রষ্টা (যিনি দেখেন বা উপলব্ধি করেন) নিজেকে শ্রীহীন ব্যক্তির মতো অসহায় বোধ করেন। এই অসহায়ত্বের অনুভূতি আসলে আত্মজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। কারণ, যখন অহংকার নষ্ট হয়, তখন মানুষ বুঝতে পারে যে তার সমস্ত জাগতিক সম্পদ, ক্ষমতা ও পরিচয় আসলে ক্ষণস্থায়ী এবং মায়াময়। এই উপলব্ধি তাকে আত্মার প্রকৃত স্বরূপের দিকে পরিচালিত করে।

দেবহূতি বললেন:
"হে ভগবান, পুরুষকে প্রকৃতি কখনও ত্যাগ করে না। কারণ তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং নিত্য। যেমন গন্ধ ও ভূমি, জল ও রস, বুদ্ধি ও পরমাত্মা একে অপরের থেকে পৃথক নয়, তেমনি প্রকৃতি ও পুরুষও একে অপরের থেকে পৃথক নয়। অকর্তা পুরুষের কর্মবন্ধন কীভাবে সম্ভব? প্রকৃতির গুণে সত্ব থাকলে, তাদের কৈবল্য কীভাবে সম্ভব?"
ভগবান বললেন:
"অনিমিত্ত নিমিত্ত দ্বারা, স্বধর্ম পালন করে, নির্মল আত্মা ও তীব্র ভক্তি দ্বারা, শ্রুতিসম্মত জ্ঞান দ্বারা, দৃষ্টতত্ব ও বলিষ্ঠ বৈরাগ্য দ্বারা, তপস্যা ও যোগ দ্বারা, তীব্র আত্মসমাধি দ্বারা প্রকৃতি পুরুষকে দগ্ধ করে। যেমন অগ্নি তার উৎসকে দগ্ধ করে, তেমনি প্রকৃতি পুরুষের ভোগ্য বস্তুকে দগ্ধ করে। কিন্তু ঈশ্বরের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত পুরুষের উপর প্রকৃতির অশুভ প্রভাব পড়ে না। যেমন অপ্রতিবুদ্ধ ব্যক্তির স্বপ্নে অনেক অনর্থ ঘটে, কিন্তু প্রতিবুদ্ধ ব্যক্তির স্বপ্নে মোহ সৃষ্টি হয় না, তেমনি প্রকৃতি জ্ঞানী পুরুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।
যিনি এইভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন না।
বহু জন্মান্তরে কালক্রমে সর্বত্র বৈরাগ্য লাভ করে, মুনি মদ্ভক্ত হয়ে আমার প্রসাদে নিঃশ্রেয়স ও কৈবল্য লাভ করেন। তিনি যোগী হয়ে দেহ ত্যাগ করে আমার ধামে প্রবেশ করেন।
যোগের লক্ষণ বলছি, হে নৃপপুত্র:
যে বিধি দ্বারা মন প্রসন্ন হয়ে সৎপথে যায়, তা হল যোগ। স্বধর্মাচরণ, বিধর্ম ত্যাগ, দৈবলব্ধ সন্তোষ, আত্মচর্চা, গ্রাম্যধর্ম ত্যাগ, মোক্ষধর্মে রতি, মিতাহার, নির্জন স্থানে বাস, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, যাবদর্থ পরিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, শৌচ, স্বাধ্যায়, পুরুষার্চন, মৌন, আসনজয়, স্থৈর্য, প্রাণজয়, প্রত্যাহার, ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ, প্রাণধারণ, বৈকুন্ঠলীলা ধ্যান, সমাধি—এই সব পথে মনকে শনৈঃ শনৈঃ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
শুচি দেশে আসন প্রতিষ্ঠা করে, সুস্থ হয়ে সোজা হয়ে বসে, প্রাণের মার্গ শোধন করতে হবে।
পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা প্রাণায়াম করে, প্রতিকূল অবস্থায়ও চিত্তকে স্থির ও অচঞ্চল করতে হবে। মনকে অচিরে নির্গুণ করতে হবে। যেমন বায়ু ও অগ্নি দ্বারা লোহার মল দূর হয়, তেমনি প্রাণায়াম দ্বারা দোষ দূর করতে হবে। প্রত্যাহার দ্বারা সংসর্গ, ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর গুণ, এবং সমাধি দ্বারা সর্বদোষ দূর করতে হবে।

দেবহূতি বললেন:
"হে ভগবান, মহৎ প্রভৃতি প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ, তাদের স্বরূপ এবং পারমার্থিক সত্য কীভাবে উপলব্ধি করা যায়? সাংখ্যদর্শনে যা বলা হয়েছে, তার মূল কী? ভক্তিযোগের পথ বিস্তারিতভাবে বলুন। কীভাবে পুরুষ সর্বতোভাবে বৈরাগ্য লাভ করতে পারে? জীবলোকের বিবিধ সংসার সম্পর্কে আমাকে বলুন। হে ঈশ্বর, কালের রূপ এবং পরম পুরুষের স্বরূপ কীভাবে কুশলী ব্যক্তিরা উপলব্ধি করে? অচক্ষু ও দীর্ঘকাল তমসায় আবৃত এই লোকের জন্য, কর্মে শ্রান্ত হয়ে, আপনি যোগের সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।"
মৈত্রেয় বললেন:
মাতার এই মধুর বাক্য শুনে মহামুনি কর্দম প্রীত ও করুণার্দিত হয়ে কুরুশ্রেষ্ঠকে বললেন:
ভগবান বললেন:
"ভক্তিযোগ বহুবিধ পথে অনুসরণ করা যায়। মানুষের স্বভাব ও গুণ অনুসারে ভাবের ভিন্নতা দেখা যায়। যে ব্যক্তি হিংসা, দম্ভ বা মাৎসর্য নিয়ে আমাকে পূজা করে, সে তামসিক ভক্তিযোগে লিপ্ত। যে ব্যক্তি বিষয়, যশ বা ঐশ্বর্যের জন্য আমাকে পূজা করে, সে রাজসিক ভক্তিযোগে লিপ্ত। যে ব্যক্তি কর্মফল ত্যাগ করে বা পরমার্থে তা অর্পণ করে আমাকে পূজা করে, সে সাত্বিক ভক্তিযোগে লিপ্ত।
যে ব্যক্তি আমার গুণকথা শ্রবণ করে, সর্বান্তর্যামী আমাতে অবিচ্ছিন্ন মনোগতি লাভ করে, যেমন গঙ্গার জল সমুদ্রে মিলিত হয়, তার ভক্তিযোগ নির্গুণ ও উদাহৃত।

এই ভক্তিযোগে লিপ্ত ব্যক্তি ত্রিগুণ অতিক্রম করে আমার ভাব লাভ করে। নিষ্কাম স্বধর্ম পালন, অহিংসা, মন্দির দর্শন, স্পর্শ, পূজা, স্তুতি, ভক্তি, মহৎজনের প্রতি সম্মান, দীনজনের প্রতি দয়া, মৈত্রী, আত্মতুল্য ব্যক্তির প্রতি সমতা, যম-নিয়ম পালন, আধ্যাত্মিক শ্রবণ, নামসংকীর্তন, আর্জব, সাধুসঙ্গ, নিরহংকার—এই গুণ দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়ে মানুষ আমাকে লাভ করে।
যেমন বাতাস গন্ধকে আকর্ষণ করে, তেমনি যোগরত চিত্ত আত্মাকে উপলব্ধি করে।

আমি সর্বভূতে অবস্থিত, কিন্তু মর্ত্যনিবাসী ব্যক্তি আমাকে উপেক্ষা করে অন্যান্য দেবতামূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি আমাকে সর্বভূতে অবস্থিত আত্মা ও ঈশ্বর বলে জানে না, সে অন্যান্য দেবতাপূজা করে ভস্মে আহুতি দেয়ার মতোই ভুল করে।
যে ব্যক্তি পরশরীরে আমাকে দেখে, ভিন্নদর্শী ও মানী হয়, তার মন শান্তি লাভ করে।
আমি উচ্চ-নীচ দ্রব্য দ্বারা পূজিত হলে তুষ্ট হই না, যদি পূজক ভূতমণ্ডলী অবমাননা করে।
স্বকর্ম দ্বারা ঈশ্বরের পূজা করা উচিত।
যে ব্যক্তি আমাকে সর্বভূতে অবস্থিত বলে জানে, সে অন্যান্য দেবমূর্তিপূজা ত্যাগ করে আমাকে ভজনা করে।

কপিল বললেন:
"এইভাবে গর্ভে অবস্থিত জীব দশ মাস পর্যন্ত ঋষির মতো স্তব করতে থাকে। প্রসবের সময় সূতিমারুত (প্রসববায়ু) তাকে হঠাৎ নিঃশব্দে নিক্ষেপ করে। তখন সে কষ্টে নিঃশ্বাসহীন ও স্মৃতিহীন হয়ে পড়ে। ভূমিতে পড়ে বিষ্ঠার মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে চেষ্টা করে। জ্ঞান হারিয়ে বিপরীত গতি প্রাপ্ত হয়ে কাঁদতে থাকে। সে নিজের ইচ্ছা না জানাতে পারায়, মানুষ তাকে অবহেলা করে। অশুচি শয্যায় শায়িত, স্বেদজ দূষিত জীবটি নিজের অঙ্গ কণ্ডূয়ন (চুলকানো)করতে পারে না। মশক, মৎকুণ (ছারপোকা)প্রভৃতি পোকা তাকে কামড়ায়। কৃমির মতো কাঁদতে কাঁদতে সে শৈশবের দুঃখ ভোগ করে।
পৌগণ্ডকালে অজ্ঞানবশত সে অভীষ্ট না পেয়ে ক্রোধে জ্বলে ওঠে।
দেহ ও মানের বৃদ্ধির সাথে সাথে কামী ব্যক্তি কামনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়। পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত দেহে দেহী ব্যক্তি বারবার 'আমি' ও 'আমার' এই অসৎ ধারণা করে। এই ধারণার জন্য সে কর্ম করে এবং সংসারে আবদ্ধ হয়। অবিদ্যা ও কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে ক্লেশ সহ্য করে। অসৎ পথে শিশ্নোদরকৃত উদ্যোগে লিপ্ত হয়ে জীব তমসায় প্রবেশ করে।
সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, শ্রী, হ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ভগ(ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য)—এই গুণগুলি সৎসঙ্গে লাভ হয়।
অশান্ত, মূঢ়, খণ্ডিত আত্মা ও অসাধু ব্যক্তিদের সাথে, বিশেষ করে নারী ও ক্রীড়ামৃগের সাথে সঙ্গ না করলে, মানুষের মোহ ও বন্ধন হয় না। প্রজাপতি নিজের কন্যা রোহিণীকে দেখে মোহিত হয়ে ঋক্ষরূপ ধারণ করে তার পিছু নেন। মায়ায় আবৃত এই জগতে নারায়ণমুনি ছাড়া কে অখণ্ডিত বুদ্ধি রাখতে পারে?
যে ব্যক্তি যোগের পরম লক্ষ্য লাভ করতে চায়, সে মৎসেবা দ্বারা আত্মলাভ করে।
মায়া ধীরে ধীরে আত্মাকে আবৃত করে, যেমন তৃণ দ্বারা কূপ আবৃত হয়। স্ত্রীসঙ্গে লিপ্ত ব্যক্তি স্ত্রীত্ব লাভ করে এবং বিত্ত, পুত্র ও গৃহের প্রতি আসক্ত হয়। দেহধারী জীব কর্ম ভোগ করে এবং অবিরত কর্ম করে। জীবের দেহ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা গঠিত। এর বিনাশই মৃত্যু, এবং এর আবির্ভাবই জন্ম।
ধীর ব্যক্তি জীবগতি বুঝে মুক্ত হয়ে সংসারে বিচরণ করে।
সম্যক দর্শন, বুদ্ধি, যোগ ও বৈরাগ্য দ্বারা মায়ারচিত এই জগতে কলেবর ত্যাগ করে চলা উচিত।

যে গৃহমেধী ব্যক্তি (জড়া প্রকৃতির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়) আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, সে ধর্ম, কাম ও অর্থ লাভ করে।
ভগবদ্ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে ব্যক্তি দেবতা ও পিতৃপুরুষদের শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ করে। সে চন্দ্রলোকে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসে।
যে ব্যক্তি স্বধর্ম পালন করে, ধীর, নিঃসঙ্গ, প্রশান্ত ও শুদ্ধচেতা হয়, সে সূর্য দ্বার দিয়ে বিশ্বতোমুখ পুরুষের কাছে যায়।
পরাবরেশ ভগবান ব্রহ্মার প্রলয়কালে এই লোকগুলি লয় প্রাপ্ত হয়। যোগীগণ জিতেন্দ্রিয় ও বিরাগী হয়ে ভগবানের সাথে অমৃত পুরুষ ব্রহ্মকে লাভ করেন।
হে ভামিনি, সর্বভূতের হৃদয়পদ্মে অবস্থিত শ্রুতানুভাব ভগবানের শরণাপন্ন হও।
যোগেশ্বর, কুমার প্রভৃতি সিদ্ধগণ ভেদদৃষ্টি ত্যাগ করে নিঃসঙ্গভাবে কর্ম করে পুরুষোত্তম ভগবানকে লাভ করেন।
মৈত্রেয় বললেন:
এইভাবে কপিলের বাক্য শুনে দেবহূতি, কর্দমের প্রিয়তমা, মোহের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে তাকে প্রণাম করলেন এবং তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ে সিদ্ধিলাভের পথ প্রশস্ত করলেন।
দেবহূতি বললেন:
"হে ভগবান, আপনি অজ, অন্তঃসলিলে শায়িত, ভূত, ইন্দ্রিয় ও অর্থের দ্বারা গঠিত দেহধারী। আপনি গুণপ্রবাহের মাধ্যমে সমস্ত বীজকে প্রকাশ করেন। আপনি স্বয়ং আপনার জঠরে এই বিশ্বকে ধারণ করেছেন। আপনি বিশ্বের স্রষ্টা, গুণপ্রবাহ দ্বারা বিভক্ত শক্তিধর, সৃষ্টি ও প্রলয়ে নিরপেক্ষ, আত্মেশ্বর, অত্যন্ত শক্তিশালী। হে নাথ, আপনি আমার জঠরে অবস্থান করেছেন, অথচ আপনার উদরে এই বিশ্ব বিদ্যমান। যুগান্তে আপনি মায়াশিশুরূপে বটপত্রে শয়ন করেন।
আপনি দেহধারীদের পাপ শান্তির জন্য এবং আপনার আজ্ঞাবহদের বিভূতি প্রদানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনার বরাহ আদি অবতার যেমন আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, তেমনি এই অবতারও সেই উদ্দেশ্যে। হে ভগবান, আপনার নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও প্রণাম করলে এমনকি নীচজীবও পবিত্র হয়। আপনার দর্শন তো আরও মহান। হায়! চন্ডাল আপনার নাম জিহ্বাগ্রে ধারণ করে মহৎ হয়। যারা আপনার নাম উচ্চারণ করে, তারা তপস্যা করে, যজ্ঞ করে, স্নান করে এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে।
আমি আপনাকে পরম ব্রহ্ম, প্রত্যক্স্রোতস্বী, আত্মায় সংবিভাব্য, স্বতেজে গুণপ্রবাহ ধ্বংসকারী, বিষ্ণু, কপিল ও বেদগর্ভ বলে বন্দনা করি।"
মৈত্রেয় বললেন:
এইভাবে স্তব করে দেবহূতিকে ভগবান কপিল বললেন:
কপিল বললেন:
"হে মাতা, এই পথে আপনি শীঘ্রই পরম লক্ষ্য লাভ করবেন। আমার এই মত ব্রহ্মবাদীদের দ্বারা প্রশংসিত। এ দ্বারা আপনি মৃত্যুকে অতিক্রম করবেন।"
মৈত্রেয় বললেন:
এইভাবে ভগবান কপিল দেবহূতিকে আত্মজ্ঞান প্রদান করে ব্রহ্মবাদিনী মাতার অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করলেন।
দেবহূতি পুত্রের উপদেশ অনুসারে যোগ অনুশীলন করতে লাগলেন। তিনি সরস্বতী নদীর তীরে তপস্যা শুরু করলেন।
তিনি উগ্র তপস্যা দ্বারা দেহকে কৃশ করলেন, জটিল কেশধারী ও চীরবস্ত্র পরিধান করলেন।
কর্দমের গার্হস্থ্য জীবন তপস্যা ও যোগে পরিপূর্ণ ছিল। তার গৃহে স্বচ্ছ স্ফটিক ও মহামারকতের দেওয়াল, রত্নপ্রদীপ, রম্য উদ্যান, কুসুমিত বৃক্ষ, গায়ক পাখি ও মধুকর ছিল। দেবহূতি এই সমস্ত ত্যাগ করে পুত্রবিচ্ছেদে কাতর হয়ে ভগবান কপিলের ধ্যানে মগ্ন হলেন।

তিনি ভক্তিপ্রবাহ, বৈরাগ্য ও জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে বিশুদ্ধ করে ব্রহ্মে লীন হলেন।
তিনি মায়ার গুণগুলি অতিক্রম করে ব্রহ্মে অবস্থিত হলেন। তার দেহ তপস্যার প্রভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু তিনি তা উপলব্ধি করতে পারলেন না।
এইভাবে কপিলের উপদেশে দেবহূতি অচিরেই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করলেন।
সেই স্থান সিদ্ধপদ নামে খ্যাত হল, যেখানে দেবহূতি সিদ্ধি লাভ করলেন। কপিল মহাযোগী হয়ে পিতার আশ্রম থেকে মাতাকে অনুমতি নিয়ে প্রাগুদীচী(পূর্ব-উত্তর) দিকে গমন করলেন। তিনি সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, মুনি ও অপ্সরাদের দ্বারা স্তুত হয়ে সমুদ্রতীরে যোগাসনে বসে রইলেন।
এই হলো কপিল ও দেবহূতির পবিত্র সংবাদ।
যে ব্যক্তি এই কপিল মুনির আত্মযোগগুহ্য মত শ্রবণ বা উচ্চারণ করে, সে ভগবানের চরণপদ্ম লাভ করে।